গৌড়ীয় মঠ কি

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা – ৩

প্রথম প্রকাশন ঃ
শ্রী শ্রী গৌরাবির্ভাব বাসর
৫১৩ - গৌরাব্দ, ১৪০৬ - বঙ্গাব্দ
২০শে মার্চ, ২০০০ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মঠ কি

প্রকাশক

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার

কোলকাতা—৩

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

'গৌড়ীয় মঠ কি'—নামক এই ছোট্ট গ্রন্থটি গৌড়ীয় গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী মহোৎসব কালে প্রকাশিত হ'লো। শ্রী গৌড়ীয় মঠের বাস্তব স্বরূপ বিভিন্ন ভক্তি শাস্ত্রে এবং 'গৌড়ীয়' 'নদীয়া প্রকাশ' আদি পত্রিকায় সময় সময় প্রকাশিত হ'লেও অল্প কথায় এবং আলাদা গ্রন্থাকারে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। যদিও বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভা ১৬শ শতাব্দীতে গৌরসুন্দরের অন্যতম পার্ষদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল, বর্তমান গৌড়ীয় মঠ উহার পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর পূর্বে এই গৌড়ীয় মঠ ও মিশন লোকলোচনে সম্যক্ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বর্তমান যুগের চিন্তাধারা ও জীবের অধিকার চিন্তা করে শুদ্ধ ভক্তি মন্দাকিনীকে জগতে প্রবাহিত রাখবার জন্য দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম রূপ যুগোপযোগী ব্যবস্থার সৃষ্টি করে মঠ-মিশন তৈরী করেছিলেন। তাঁর সময়ে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম বিকৃত রূপ নিয়েছিল। প্রাকৃত সহজিয়া ও অন্যান্য অপসম্প্রদায় শুদ্ধ ভক্তি আবরণকে মেঘাচ্ছন্ন করেছিল। তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করে 'গৌড়ীয় মঠ' রূপ প্রতিষ্ঠানটিকে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার মাধ্যমে গৌড়ীয় ভজন বৈশিষ্ট্য ও গৌড়ীয় মঠের বাস্তব স্বরূপ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। ঐ সকল শিক্ষা বা বাণীর অবলম্বনে সাধারণ শ্রদ্ধালু মানুষের সহজবোধ্য ভাষায় অল্প কথায় মঠের পরিচয় জানার সুবিধার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। নূতন পাঠকগণ-এর মাধ্যমে গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে দু-চারটি কথা জানতে পেরে উপকৃত হবেন—এই মিশন কর্তৃপক্ষের কামনা।

সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রী ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

গৌড়ীয় মঠ কি?

শিক্ষা, সভ্যতা ও জড় উন্নতির অভিযানের যুগে এবং বিশ্বের এই সংঘর্ষ ও সংঘাতময় বিভিন্ন মতবাদের সন্দিগ্ধ পরিবেশে ঘেরা মানুষের কাছে গৌড়ীয় মঠের আবিষ্কার কেন হলো, কিভাবে হলো, কে এর আবিষ্কারক—এ বড় অদ্ভুত কথা। গৌড়ীয় মঠ পৃথিবীর মানুষের জন্য কি করে, এর প্রচার্য্য বিষয় বা বৈশিষ্ট্য কি তা অল্প কথায় বোঝানো যেমন কঠিন তেমনি যুক্তি, তর্ক, পাণ্ডিত্বের অভিমান যুক্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সম্পূর্ণ পারমার্থিক সংস্থার বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব বই আর কিছু নয়। তথাপি গৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিম্নে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হলো মাত্র। পাঠকগণ স্ব-স্ব অধিকার ও যোগ্যতানুসারে এর বাস্তবতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন—এই বিশ্বাস।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও গৌড়ীয় মঠ

জগতে যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে শ্রীগৌড়ীয় মঠ দেখতে বাহ্যতঃ তাদের মতো একটি তো বটেই কিন্তু এর বিচার ধারা বা কার্যপ্রণালী অনান্যদের হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জগতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ন্যূনাধিক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থের প্রচারক অথবা ছলভক্তি বা মিশ্রা ভক্তির প্রচারক। অথবা ভক্তির আকার মাত্র স্বীকার পূর্ব্বক কর্ম্ম বা জ্ঞানের প্রচার করে থাকেন। গৌড়ীয় মঠ সেগুলির কোনটাই প্রচার করেন না বা কোন মনোকল্পিত বা দেহাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন ধর্ম্মের প্রচারক নন। জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম বা বাস্তব ধর্ম্মের প্রচারক এই গৌড়ীয় মঠ। জীব স্বরূপতঃ ভগবদ্ দাস বা তাঁর অংশ। অংশী অর্থাৎ ভগবানের সেবা করা তার নিত্য ধর্ম্ম। ভগবৎ স্বরূপে যে সত্য, জ্ঞান, আনন্দ রয়েছে জীব সেই বস্তু পাওয়ার অধিকারী। জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রেম বা আনন্দ চর্চা করা। স্বরূপ ভোলা জীব মায়ায় বদ্ধ হয়ে জড়ানন্দ নিয়ে আছে, এবং পরিণামে দুঃখই পাচ্ছে। তার স্বরূপের উদ্বোধন করা, তাকে

জাগানো, তাকে অমৃতের সন্ধান দেওয়া গৌড়ীয় মঠের কাজ। যে অমৃত লাভে জীবের মৃত্যু হয় না, জীবের নিত্য আনন্দ লাভ হয়, তা রয়েছে ভগবৎ স্বরূপে। ভগবৎ তত্ত্বের সংগে যুক্ত হওয়া, তার সঙ্গে প্রীতির ব্যবহার করা, এর নাম হলো প্রেম। এই ভগবৎ প্রেম ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। এটাই পঞ্চম পুরুষার্থ বলে কথিত। এর লাভের উপায় শুদ্ধ ভক্তি যোগ। গৌড়ীয় মিশন শুদ্ধ ভক্তি বা কেবলা ভক্তি বা নিষ্কাম ভক্তির প্রচারক। শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করে এরূপ সংস্থান জগতে বিরল। দেহ-মনের সেবায় জগতে বহু প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত রয়েছেন তার জন্যই গৌড়ীয় মঠ ঐ দিকটা চিন্তা করেন না, তা নয়। গৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্তই ভিন্ন। আত্মানুশীলনই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উদ্দেশ্য।

গৌড়ীয় মঠ – নামের তাৎপর্য্য

গৌড়ীয় শব্দের অবতারণা হয় 'গৌড়' থেকে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্বাংশে যে বঙ্গভূমি তার প্রাচীন নাম গৌড়। নবদ্বীপ ও তার উত্তরে মালদহের অন্তর্গত রামকেলী প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই স্থান। গৌড়ের অন্তর্গত নবদ্বীপে (মায়াপুর) শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাঁরা যাজন করেন তাঁদের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণকে গৌড়ীয় বলা হয়। 'মঠ' কথার অর্থ 'মঠন্তি বসন্তি ছায়া যস্মিন্'। যে স্থানে পারমার্থিক শিক্ষা লাভেচ্ছু বহু ছাত্র একত্রে বাস করে ভজন সাধন করেন তাহাই 'মঠ', অতএব 'গৌড়ীয় মঠ', বলতে এই বুঝতে হবে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাধারা অনুশীলনকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ। মহাপ্রভুর প্রবর্তিত শুদ্ধভক্তির অনুশীলনাগার এটি।

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ

জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠ সমূহের মূল প্রতিষ্ঠাতা। ইনি অপ্রাকৃত কবি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টম সন্তান রূপে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে

পুরী ধামে আবির্ভূত হন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে মার্চ নবদ্বীপ মণ্ডলে মায়াপুরের নিকটবর্তী শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবনে "শ্রীচৈতন্য মঠ" স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর ১নং উল্টাডিঙি জংশন রোডস্থিত শ্রী ভক্তি বিনোদ আসনে শ্রী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। পরে উহা বাগবাজারে স্থানান্তরিত হয় যা অদ্যাপিও শ্রীগৌড়ীয় মঠ নামে বিখ্যাত। উক্ত মঠকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর জীবনকালে প্রায় ৬৬টি শাখা মঠ স্থাপন করেন এবং ঐ মঠগুলির মাধ্যমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেছিলেন। শ্রীল অভয় চরণ ভক্তি বেদান্ত স্বামী যাঁকে বর্তমানে অনেকে প্রভুপাদ বলে মনে করেন তিনি এই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদেরই অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ঐরূপ বহু শিক্ষিত এবং যোগ্য শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বয়ং অতুলনীয় বিদ্বান, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং আকুমার নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁর দিব্য দর্শন তৎকালীন সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্মৃত করেছিল।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভাই বর্তমান গৌড়ীয় মঠ

মহাপ্রভুর প্রবর্তিত শুদ্ধভক্তি বা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের কথা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীরূপ-সনাতন আদি মহাজনগণই জানতেন। তাঁরা মহাপ্রভুর কথা ঠিক ঠিক ভাবে শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থের আকারে রেখে যান। তাঁদের অন্যতম শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ১৬শ শতাব্দীতে 'বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভা' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী স্বয়ং উক্ত সভার প্রথম পাত্ররাজ বা সভাপতি ছিলেন। কালক্রমে শুদ্ধভক্তির আকাশ জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদে আবৃত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভাকে পুনঃ সঞ্জীবিত করেন এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উক্ত সভার বিকাশ ও বিস্তার পূর্বক গৌড়ীয় মঠ রূপ প্রতিষ্ঠান সঞ্চালন করেন। উহাই বর্তমানে গৌড়ীয় মিশন নামে পরিচিত।

গৌড়ীয় মঠ ও মিশন

জগৎগুরু শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠগুলি পরিচালনা করতে গিয়ে গোষ্ঠীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ঐ সময় মঠগুলি সরকারী নিয়মে পঞ্জীকৃত না থাকায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। শ্রীল প্রভুপাদের পরবর্তী আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর তাঁর অনুগত বৈষ্ণব, ভক্তদের নিয়ে মঠগুলি পরিচালনার জন্য একটি Constitution তৈরী করে সরকারী আইন শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে রেজিষ্ট্রীকৃত করেন। তখন ঐ সংস্থার নাম হয় 'গৌড়ীয় মিশন'। মঠগুলি সমালোচক, বিদ্বেষী ও বর্হিম্মুখদের আক্রমনের স্বীকার না হয়ে তার জন্য যুগোপযোগী এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একটি গভর্নিং বডি তৈরী করে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ইহা পঞ্জীকৃত করা হয়েছিল এবং সেই থেকে প্রতিষ্ঠানটি 'গৌড়ীয় মিশন' নামে পরিচিত এবং মঠগুলি মিশনের শাখা রূপে গণ্য হয়।

গৌড়ীয় মঠের বাস্তব স্বরূপ

গৌড়ীয় মঠ শুদ্ধ ভক্তি বা কেবলা ভক্তির একটি প্রতিষ্ঠান। এটি একটি অপ্রাকৃত সংস্থান। কৃষ্ণের ইচ্ছায় ধরাধামে প্রকাশিত হয়েছেন। এখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণতা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অভিলাষ নেই। সেই অপ্রাকৃত সেবা রাজ্যের অর্থাৎ গোলক বৈকুণ্ঠের একটি অংশ। অপ্রাকৃত জগৎ থেকে উঠিয়ে এনে মহাজন কর্তৃক এখানে প্রকটিত হয়েছেন মাত্র। এখানে আত্মেন্দ্রিয়পরতার কোন ব্যাপার নেই রয়েছে হরিদাস সূত্রে হরিসেবা, গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা। গীতার শেষ বা চরম শিক্ষা "সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ... থেকে শুরু করে অর্থাৎ শরণাগতি থেকে শুরু করে শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত "তন্নামরূপ চরিতাদি — ইতি উপদেশসারম্—এই চরম শিক্ষার Practical Room শ্রী মন্মহাপ্রভু কীর্ত্তিত "পরংবিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্—এই বাণীর মহা যজ্ঞস্থল। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত "সংসিদ্ধির্হরি তোষনম্"—এই মন্ত্রের

উপাসনা স্থল। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর "অন্যাভিলাষিতা শূণ্যং".... শ্লোকের আচরণ স্থল, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর একাদশ বিধ ভক্তির মধ্যে শরণাগতি ও গুরুসেবা এই দুই শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গের যাজন স্থল। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি আদি ভক্তির প্রত্যেক স্তরের শিক্ষালাভের একমাত্র পারমার্থিক স্কুল। সদাচার পালন, স্বাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক জীবন গঠনের অনুশীলনাগার। জীবের ঈশবিমুখতা রূপ ভবব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র Hospital। আধ্যাত্মিক উন্নয়ন দ্বারা জীবের প্রকৃত সেবা পীঠ। গুরুধারায় আগত আচার্য্যগণ এখানের চিকিৎসক। অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্ম 'হরিনাম' এখানের মূল ঔষধ। এখানের মালিক শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ। এখানের পরিচালক গুরুবর্গ এবং তাঁদের অনুগত শিষ্য-শিষ্যাগণ এখানের সেবক।

অক্ষজ দর্শনে ভ্রম

গৌড়ীয় মঠ একটি অপ্রাকৃত সংস্থা। কেননা এখানের আরাধ্য বা আলোচ্য বিষয় ভগবান। নাম, বিগ্রহ, ভাগবত এই সব অপ্রাকৃত বস্তু নিয়েই এখানের কাজ। একে অক্ষজ বিচারে অর্থাৎ জড় দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে ভ্রম উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এই মঠের বাস্তব স্বরূপ বোঝা কঠিন। মঠের বাহ্যরূপ দেখে এর স্বরূপ নির্ণয় করা যাবে না যতক্ষণ না এর পূর্ব্ববর্ণিত তাত্ত্বিক পরিচয় উপলব্ধি করা যায়। নতুবা মঠের জড় বা স্থুল রূপটাই অনেকে দেখে ভ্রান্ত হয়। মঠের বিগ্রহকে কাঠ পাথর দেখে, গুরুদেবকে সাধারণ মানুষ বুদ্ধিতে, বৈষ্ণবগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি আরোপ করে, অনেকে চিন্তা করেন সাধুরা ভগবানের নাম করে নিজেরা ভাল মন্দ ভোগ করেন, কেউ বা ব্রহ্মচারীদের ভগবৎ সেবা জনিত প্রসন্নতা দেখে মনে করেন এরা খাটে না, বসে বসে খায়, নিশ্চিন্ত জীবন। এগুলি সব ভ্রান্ত ধারণা। আত্মদর্শন বিনা গৌড়ীয় মঠের কথা বোঝা কঠিন।

মঠ গোষ্ঠী ভজনের আদর্শস্থান

কলিতে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন লাভ দায়ক "সঙ্ঘ শক্তি কলৌযুগে"। শ্রীল ভক্তি

বিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ আদি মহাজন রূপানুগ হয়েও কলিযুগে জীবের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছেন। মঠ, মিশনের সৃষ্টি কালোপযোগী ব্যবস্থা। আমরা রূপ - সনাতন আদি মহাজনের অনুকরণ করতে পারি না। তাঁরা নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ। তাঁদের বৈরাগ্যময় জীবন আমাদের অনুসরণীয়। নির্জ্জন ভজন অধিকার সাপেক্ষ। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—

কীর্ত্তন প্রভাবে হইবে স্মরণ
সেকালে নির্জ্জন ভজন সম্ভব।

কলিহত জীবের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হরিকীর্ত্তন করাই বিহিত। সমাশয় গোষ্ঠী বিশেষ বলকারক। গোষ্ঠীর মাধ্যমে চরিত্র সংশোধন, অনর্থ নিবৃত্তি সহজ হয়। তাই আদর্শ সাত্ত্বিক জীবন গঠনে গৌড়ীয় মঠ অনুকূল। আচরণশীলসাধুই জীবন্ত মঠ। তাঁর সঙ্গ প্রভাবে বহু সাধক উন্নত ভূমিকা লাভ করতে পারে।

হরিকীর্ত্তন প্রধান মঠ

গৌড়ীয় মঠ হরিকীর্ত্তনে সর্বদা মুখরিত। এখানের প্রধান কথা হরিকীর্ত্তন। হরিকীর্ত্তন-এর যজ্ঞস্থল বললে অত্যুক্তি হয় না। ভোর হতে রাত্রি পর্য্যন্ত যে কোন অনুষ্ঠান সব হরি কীর্ত্তন সহযোগে। এখানে শ্রীহরির অর্চন কীর্ত্তন প্রধান, আরতি কীর্ত্তন প্রধান। প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ কীর্ত্তন চলতে থাকে আরতি কালে এমনটি আর কোথাও কোন সম্প্রদায়ে নেই। এমনকি মহাপ্রসাদ সেবন কালেও কীর্ত্তন যুক্ত রয়েছে। মঠের সেবকগণ যে অন্যান্য সেবায় নিযুক্ত থাকেন তাও হরিকীর্ত্তন যজ্ঞের আনুকূল্য সংগ্রহার্থই। এই হরি বিমুখ বিশ্বে হরিকীর্ত্তনের ধ্বনি জ্বেলে রাখাই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উদ্দেশ্য। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই কলিহত জীবের চরমতম লাভ। ভাগবতাদি শাস্ত্রে তারস্বরে এই কথা কীর্ত্তন করেছেন। মহাপ্রভুর উক্তি—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।।

গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন বৈশিষ্ট্য

গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন আর বহিঃজগতের কীর্ত্তন এক নয়। মঠের কীর্ত্তন শ্রীহরির সুখোদ্দেশ্যে। শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তনগুলি প্রাণের সঙ্গে হৃদয়ের রস মাখিয়ে করা হয়। হরির গুণ গাইলে তিনি সুখী হবেন, শ্রবণকারী জীবের মঙ্গল হবে এই চিন্তা করে কীর্ত্তন করা হয়। একে শুদ্ধ কীর্ত্তন বলা হয়। এরূপ হরিতোষণপর, কীর্ত্তন জগতে বিরল। এ কীর্ত্তনে কোন প্রকার জড়ীয় রস বা ভাব মিশ্রণ করা হয় না। লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সুর, তাল, মান, লয়াদির দিকে লক্ষ্য রেখে যে কীর্ত্তন এবং অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত যে কীর্ত্তন তা 'ছুঁচোর কীর্ত্তন'। তাতে হরিতোষণ নেই, নিত্য মঙ্গললাভেরও আশা নেই। মহাজন প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন বা তাঁর আনুগত্যে কীর্ত্তন সম্পূর্ণ আলাদা। এ কীর্ত্তনে কীর্ত্তনকারী প্রতিষ্ঠা চায় না। দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন—এই চার গুণে গুণী ব্যক্তিই এখানের মূল কীর্ত্তনীয়া। নীরাগ বক্তা, যার ভগবানেই কেবল ভালোবাসা আছে এইরূপ নীরাগ বক্তা এখানের পাঠক। ধন, জন, দেহে-তে আসক্ত ব্যক্তির কীর্ত্তন এখানে নেই। তাই এখানের কীর্ত্তন সর্ব্বফল প্রদ। এখানে কীর্ত্তন গায়ক ও শ্রোতা উভয়ের চিত্ত দর্পনকে মার্জিত করে, ত্রিতাপ দূরীভূত করে প্রেমানন্দ দান করে। এই কীর্ত্তনের দ্বারা সকলের আত্মমঙ্গল লাভ হয়। এই কীর্ত্তনের স্বল্প আনুকূল্য-কারীরও চরম লাভ সাধিত হয়।

মঠ চেতন ধর্ম্মের অনুশীলনাগার

জগতের মানুষ যেখানে জড়ানুশীলনে মত্ত গৌড়ীয় মঠ সেখানে চেতন ধর্ম্মের অনুশীলনে জীবকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যস্ত। বস্তুতঃ জড় অনুশীলনে শান্তি নেই। জড়ের বাস্তব সত্ত্বা নেই। জড় ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য। তাকে নিয়ে যা কিছু Culture বা উন্নতি সবই ক্ষণস্থায়ী। মানুষ একে বিজ্ঞান বলে। এরই দ্বারা দৈহিক সুখ লাভের চেষ্টা চলছে সারা পৃথিবীতে। শাস্ত্র চিৎ-জ্ঞানকে বিজ্ঞান

বলেন। বিজ্ঞান অর্থাৎ বস্তুর বিশেষ জ্ঞান, বস্তুর বাস্তবিক জ্ঞান। 'জীব' দেহ নন, আত্মা, ঈশ্বরের অংশ। জীব সত্ত্বায় চেতন ধর্ম রয়েছে। চেতনের ধর্ম চেতনকে ভালবাসা। জীবের স্বরূপের ধর্ম ভগবানকে ভালবাসা, তাঁর চর্চা করা—এটাই বিজ্ঞান, এটাই শান্তির রাস্তা। গৌড়ীয় মঠ চেতন ধর্ম্মের অনুশীলন করেন। চেতন ধর্ম্মের শিক্ষা প্রচার করেন। জীবের চেতনতা ভগবান্ বা অন্তর্যামীর অবস্থান হেতু। ভগবান যেখানে নেই সেখানে চেতনার অভাব। তাই ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে যে চর্চা বা অনুশীলন তা জড়ের অনুশীলন। তা নিতান্ত হেয় ও নশ্বর। দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তু কোনটারই বাস্তব সত্ত্বা নেই। তাই এর অনুশীলনকারী দুঃখী। তারা কখনই সুখী হতে পারেন না।

সহজিয়া সম্প্রদায় ও গৌড়ীয় মঠ

শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ ১৩ প্রকার দুঃসঙ্গের নাম করেছেন—আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী। এই অপসম্প্রদায়গুলি মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কিছুদিন পর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এগুলি বেশীরভাগই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিকৃত রূপ। এদের মধ্যে সহজিয়া অন্যতম। এদের বৈশিষ্ট্য এই যে বাহিরে বৈরাগ্যের বেশ ধারন করে ভিতরে ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা চরিতার্থ করা। সেবাদাসী রেখে স্ত্রী সম্ভোগ বাসনা চরিতার্থ করা এদের মুখ্য কাজ। গৌড়ীয় মঠ এর সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তাঁর রচিত কয়েকটি কীর্ত্তনে এদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এবং দেখিয়েছেন এগুলি শুদ্ধভক্তির প্রবল বাধক স্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তিকে এদের থেকে বাঁচানোর জন্য প্রবল যুদ্ধ করেছেন, প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তিনি বলেন ভক্তিতে ভোগ বা ত্যাগের কথা নেই। রয়েছে কেবল সেব্য সেবক দর্শন। এখানে স্ত্রী-পুরুষ দর্শন নেই। কৃষ্ণ সেবক দর্শনে পরস্পর প্রীতি আছে কিন্তু নিজ নিজ ইন্দ্রিয় তোষণের কোন কথা নেই। ভোগবুদ্ধিতে যে

কোন বস্তুর সঙ্গই যোষিৎ সঙ্গ। এ সর্বদা বর্জনীয়। যারা মঠে থেকেও এ সব কথা বুঝতে না পারেন তারা গৌড়ীয় মঠের লোক নয়। গৌড়ীয় মঠ তাদের প্রশ্রয় দেন না। এখানে ভজন শব্দে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণকে বোঝায়। আর নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি মূলক যে হরিসেবা বা ভজন সেটাই সহজিয়া ভাব। এর আদর মঠে নেই পরন্তু ঐ ভাবের ঘৃণাই করেন গৌড়ীয় মঠ।

গৌড়ীয় মঠের ভিক্ষা

গৌড়ীয় মঠের লোক টাকা ভিক্ষা করেন না, তাঁরা বলেন—"কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এই মাত্র ভিক্ষা চাই"। মহাপ্রভু মাধুকরী ভিক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন। ঘরে ঘরে ব্রহ্মচারীরা যান হরি কথা বলেন। তাতে শ্রদ্ধায় যে যাই দেন না কেন নিয়ে ভগবৎ সেবায় লাগান, অথবা চেতনধর্ম্মের প্রচার কার্যে লাগান। জীবকে হরি কথা বলে উন্মুখ করাই এখানের প্রধান ভিক্ষা। অর্থ সংগ্রহ হরি সেবার উদ্দেশ্যে এবং হরি সেবকের সেবোদ্দ্যেশ্যে। মঠ অর্থ ভিক্ষা করে মানুষের দেহ মনের কোনরূপ খোরাক দেন না। অন্যান্য সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানে তাই হয় এবং এতে মানুষের আগ্রহও বেশী। গৌড়ীয় মঠ ঠিক এর উল্টো করেন। গৌড়ীয় মঠ অর্থ হরি কীর্ত্তনে ব্যয় করেন অথবা উৎসবাদি করে ধনী দরিদ্র বাছেন না শ্রদ্ধালু মাত্রকে প্রসাদ দান করেন। আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা Collection এর Agent System করেছেন। অর্দ্ধেক সংস্থা পাবেন অর্দ্ধেক তার ভোগে যাবে। অথচ পুরোটাই ভগবানের নাম করে সংগৃহীত হয়েছে। গৌড়ীয় মঠে এ পর্য্যন্ত ঐরূপ কলি প্রবেশ করেন নি এটাই আনন্দের কথা।

গৌড়ীয় মঠ ও জীব সেবা

সেব্যের সুখ বিধানকে সেবা বলে। সেবক যেখানে নিজে সুখী হতে চান বা নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করতে চান সেটাকে কখনই সেবা বলা যায় না। জগতে এরূপ সেবাই বেশী দেখা যায়। গৌড়ীয় মঠ ঐ ধরণের সেবা করেন না।

জীবের যাতে নিত্য মঙ্গল না হয় এরূপ কোন সেবা বা তাৎকালিক সেবা মঠ করেন না। দরিদ্রকে ধন দান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধ দান বা বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান—এ সবই অতীব তাৎকালিক অর্থাৎ ক্ষণিক, অল্প সময়ের জন্য। সাময়িক কোন সেবাকেই মঠ আদর করেন না। যারা ঐরূপ সেবাকে বহু মানন করেন অথবা উহাকেই হরিসেবা বা জীবসেবা মনে করেন তারা ভাগবত ধর্ম্মের বা চেতনধর্মের কথা জানেন না। অথবা জেনেও প্রচারের সৎসাহস দেখান না। বস্তুতঃ ঐরূপ মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ, মানুষের ঐরূপ সেবা যদি নিষ্কামভাবে হয় তা কিছুটা প্রশংসনীয় কিন্তু জগতে তাহাও বিরল। জীবের চেতন বৃত্তিকে জাগানো, তাকে আধ্যাত্মিক পথে চলার প্রেরণা দান—এটা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব সেবা। জীবের নিত্য ধর্ম্ম ভগবৎ সেবা। এই সেবা শিক্ষা দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া। তা না করে দেহ-মনের সেবা, অচেতনের সেবা, মিথ্যা বস্তুর সেবা, জীবের ভোগময় দেহের পরিচর্য্যা, জীবের রুচির পরিচর্য্যা—এগুলি সেবা নয়। এসব ক্ষেত্রে সেবা শব্দ প্রয়োগ ব্যভিচার মাত্র। সাময়িক সুখের দ্বারা দুঃখকে অভ্যর্থনা করা সেবা নয়। ত্রিতাপের কারাগারে ক্লেশ ভোগের জন্য বাঁচিয়ে রাখা বা ক্লেশের সাগরে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত করবার জন্য লালন পালন করা সেবা নয়, নিষ্ঠুরতা। আত্ম ভূমিকায় এই সেবা বাধাহীন, ভেদজ্ঞান হীন ও নির্মল। এর দ্বারা বিশ্বভ্রাতৃত্ব আসে। আত্মা নিত্য পরমাত্মার অংশ। সকল আত্মাই পরস্পর ভাই। নতুবা আমার দেশ—অন্যের দেশ, আমার ভাই—অন্যের ভাই, আমার জাতি— অন্য জাতি— এই ভেদজ্ঞান এসে সেবার নির্মলত্বকে নষ্ট করে দেয়, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করে।

গৌড়ীয় মঠের ভজন প্রণালী

মঠের ভজন প্রণালীতে অনেকে সন্দীহীন হন। মঠবাসীও অনেকে বুঝতে পারেন না মঠের ভজন রাগমার্গীয় কি বিধিমার্গীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ কীর্ত্তন প্রধান। এটাই ভাগবত মত। এখানে কীর্ত্তনের প্রাধান্য। হরি কথায় রুচি লাভ করা ভক্তির অধিকার বলে নির্ণীত হয়েছে। অর্থাৎ একে রুচি প্রধান

মার্গও বলা হয়। অপর একটি মার্গ যাকে বিচার প্রধান মার্গ বলা হয়। শাস্ত্র বিচার পূর্বক বা শাস্ত্র শাসনচালিত যে ভজন তা বিধি মার্গ। নারদ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র বিধি মার্গীয়। ইহা অর্চন প্রধান মার্গ। গৌড়ীয় মঠে বিধির আকার থাকলেও কীর্ত্তন প্রধান মার্গ। এখানে গুরুধারাও বৈধী ধারা নয়। বৈধী ধারা মন্ত্রধারা। অপর পক্ষে শ্রৌতধারা বা ভাগবত ধারাটি রাগের ধারা। গোপীগণের যে স্বাভাবিক রাগ সেই ধারা অনুসরণকারী রূপ-সনাতনাদি মহাজন রাগানুগ। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজী, শ্রী গৌর কিশোর প্রভু, শ্রীল প্রভুপাদ এঁরা সকলেই রূপ-সনাতনের অনুগামী। তাই এঁরা বস্তুতঃ রাগানুগ বা রূপানুগ আচার্য্য। এঁদের ভজন প্রণালী কখনই বিধি মার্গীয় নয়। তবে মঠের যে বিধির আকার দেখা যায় তা কেবল যুগোপযোগী ব্যবস্থা মাত্র। রুচিহীন সাধকের রুচি লাভ করাবার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় শাস্ত্রীয় শাসন মেনে চলাই শ্রেয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তনে-এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

বিধি মার্গরত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।।

অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত প্রসাদজ কৃপায় বিধি মার্গরত জনের আত্মার সেই স্বাভাবিক রাগ উদিত হয়। এই স্বভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াই কৃষ্ণ কৃপায় স্বাধীনতা রত্ন লাভ বা শাস্ত্র শাসনের পথ হতে রুচির পথে প্রবেশ।

গৌড়ীয় মঠের মহোৎসব

গৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী, গৌর জয়ন্তী, অন্নকূট, গুরুপূজা আদিতে মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এই মহোৎসবের উদ্দেশ্য জনসেবা বা বহিঃআড়ম্বর নয়। এটি সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। ভগবানের অধিক সন্তোষ বিধানের জন্য এর ব্যবস্থা। মহা কীর্ত্তন, মহা অর্চ্চন, মহাভোগ-এর নাম মহোৎসব। ভগবান ভোক্তা শিরোমণি। তাঁর জন্মতিথিতে ভক্তগণের আনন্দ। বহুভাবে সেবা করবার সুযোগ এসেছে তাই। জগতের উৎসব ছেলে, বন্ধুকে

কেন্দ্র করে। আর মঠে ভগবানকে কেন্দ্র করে উৎসব। এ এক ভক্তিময় অনুষ্ঠান। এর দ্বারা জনসেবা নয় ভক্ত সেবা হয়। বহু শ্রদ্ধালু ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহুভক্তকে নিমন্ত্রণ করে কথা শোনানো, সেবা করানো— এই এখানের মহোৎসব। এর ফলে ভক্তরা হরি সেবার সুযোগ পান, সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ পান এবং ধনী ব্যক্তিও অর্থের সদুপযোগ করে আত্ম মঙ্গল লাভ করেন।

পরিক্রমা বা Tour প্রোগ্রাম্

মঠে বৎসরে তিনটি ধামে উৎসব উপলক্ষ্যে পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রী নবদ্বীপ ধাম, শ্রী ক্ষেত্র ধাম ও শ্রী বৃন্দাবন ধাম—এই তিন ধাম গৌড়ীয়দের মুখ্য স্থান। ধাম সেবার উদ্দেশ্যে এই পরিক্রমা। ধামে বহু ভক্তকে নিয়ে কীর্ত্তন যোগে দর্শন করানো, মহিমা কীর্ত্তন করে শোনানো, ধামেশ্বরের দর্শন—এগুলির দ্বারা ধাম সেবা হয়। পরিক্রমণও একপ্রকার সেবা বা ভক্তি। পাদসেবন-এর মধ্যে পড়ে। গুরু বৈষ্ণব সঙ্গে ধাম দর্শন আর নিজে নিজে বা Tourist Agent-এর মাধ্যমে দর্শন এক নয়। একটি ভক্তি, অপরটি দেশ ভ্রমণ। তিনটি ধাম ছাড়াও অন্যান্য অবতারগণের লীলা স্থানও সময় সময় মিশন কর্তৃক পরিক্রমণের ব্যবস্থা হয়। এর ফলে সাধুসঙ্গে তীর্থভ্রমনের সুযোগ সাধারণ মানুষও লাভ করতে পারেন।

গ্রন্থ প্রকাশন

শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদনুগত সকল প্রকার ভক্তি গ্রন্থ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গুরুধারায় আগত আচার্যগণের বক্তৃতাবলী, হরিকথাদি প্রকাশ করে শিষ্য শিষ্যাগণকে ভক্তি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাছাড়া মাসিক পত্রিকা মিশন কর্তৃক কয়েকটি ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় 'ভক্তি-পত্র', উড়িয়া ভাষায় 'পরমার্থী' পত্রিকা এবং সময় সময় হিন্দী ও ইংরাজী পত্রিকাও প্রকাশ করা

হয়। এছাড়া বৈষ্ণব ব্রতাদি সংযুক্ত একটি 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা' প্রতি বৎসর প্রকাশ করা হয়।

চিকীৎষীয় সুবিধা

যারা হরিভজন করতে ইচ্ছুক অথচ কুষ্ঠরোগে পীড়িত এরূপ লোকেদের মঠে রেখে সেবা করার জন্য মিশনের অন্তর্গত দুইটি কুষ্ঠাশ্রম রয়েছে। উড়িয্যা প্রদেশে পুরী এবং আলালনাথ মঠের অধীনে এই দুই শাখা সেবারত। এছাড়া যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যতঃ মিশনকে রক্ষা করবার জন্য মঠে মঠে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর দ্বারা জনসাধারণ কিছুটা দৈহিক লাভ পাচ্ছেন। এই সকল বাহ্য ক্রিয়াগুলিও ভক্তি দৃষ্টিতে করা হয়।

লাইব্রেরী।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে মিশনের প্রধান কার্য্যালয় বাগবাজার স্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটি বিরাট ধার্মিক লাইব্রেরী রয়েছে। সমস্ত প্রকার ধর্ম্মীয় পুস্তক পূর্ণ এই লাইব্রেরী জনসাধারণের জন্য সর্বক্ষণ খোলা থাকে। এছাড়া মিশনের মুখ্য মুখ্য শাখা মঠে যেমন লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, এলাহাবাদ, দিল্লী, বৃন্দাবন, মুম্বাই, লণ্ডন, নবদ্বীপ আদি মঠে লাইব্রেরী রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনম্"ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।

২। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য।

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্বোধ ও আত্মঘাতী।

৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য।

৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

৬। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার-দুই একই।

৭। পর-স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ।

৮। যেখানেই হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।

৯। কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি।

১০। আমরা কিন্তু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বানীর পিয়ন মাত্র।

১১। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহধারনের সার্থকতা।

১২। কেবল আচার রহিত প্রচার কর্মাঙ্গের অন্তর্গত।

১৩। সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল, তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

ॐ
नाम
यशः
श्रीः
विधिः
रागः
गुरुः
गौड़ीयः
GAUDIYA MISSION